কুষ্টিয়ার মিরপুরে পোকা দমনে জনপ্রিয় হচ্ছে আলোক ফাঁদ

কুষ্টিয়ার মিরপুরে কৃষি ফসলে ক্ষতিকর পোকা নিধনের জন্য আলোক ফাঁদের ব্যবহার জনপ্রিয় হয়ে উঠছে সব শ্রেণীর কৃষকের কাছে। ফলে ফসল উৎপাদনে কীটনাশকের ব্যয় এবং বিষমুক্ত ফসলে স্বাস্থ্য ঝুঁকি উভয়ই কমছে।

আজ সোমবার সন্ধ্যায় উপজেলার চিথলিয়া ও বহলবাড়ীয়া ইউনিয়নের খাড়ারা ব্লকে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে আলোক ফাঁদ স্থাপন করা হয়।

এসময় উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন, উপ সহকারী কর্মকর্তা নিহারুল ইসলাম একযোগে উপজেলার ৪০ টি ব্লকে আলোক ফাঁদ স্থাপন কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

এছাড়াও বহলবাড়ীয়া ইউনিয়নের খাড়ারা ব্লকে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার আনিসুর রহমান, উপ সহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষন কর্মকর্তা মাহিরুল ইসলাম, উপ সহকারী ময়নুল ইসলাম রাজীব, শাহানাজ সুলতানাসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিস সূত্রে জানা যায়, সম্প্রতি প্রাকৃতিক উপায়ে কৃষি ফসলের জন্য ক্ষতিকর পোকা শনাক্ত এবং নিধনের লক্ষে আলোক ফাঁদ ব্যবহার শুরু হয়।

উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের গ্রামে প্রচারণার জন্য প্রথমে কৃষি অফিস কর্তৃক আলোক ফাঁদ স্থাপন করা হয়। পরে তা দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে এখন প্রতিদিনই কোন না কোন মাঠে কৃষকরা নিজেরাই আলোক ফাঁদ স্থাপন শুরু করেছে।

উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার আনিসুর রহমান বলেন, ফসলি জমির ধারে দুই থেকে তিন ফিট উপরে একটি ডিটারজেন্ট পাউডার মেশানো পানির গামলার উপরে একটি বাল্ব জ্বালিয়ে দেয়া হয়। আলো দেখে পোকারা উড়ে গিয়ে ওই পানিতে পড়ে মারা যায়। ফলে ক্ষতিকর পোকার সংখ্যা কমতে থাকে। আর ওই ফসলের জমিতে চরম ক্ষতিকর মাজরা, বিপিএইচ ও পাতামোড়ানো পোকাসহ অন্য কোন পোকা আছে কিনা তা জরিপ করা হয়। যদি ক্ষতিকর পোকা থাকে তা দমনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা

গ্রহণ করা হয়।

কেউপুর গ্রামের আদর্শ কৃষক ফারুখ আহমেদ, লিটন আহমেদ চুনিয়াপাড়া গ্রামের জিন্নাহ মিয়া বলেন, আলোক ফাঁদের মাধ্যমে ক্ষতিকর পোকা নিধন পদ্ধতিটা খুবই দারুন। শুধু ফসল নয়, বাড়িতেও বিরক্তিকর পোকা নিধনে আলোক ফাঁদ ব্যবহার উপকারে আসে।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবীদ ড. হায়াত মাহমুদ জানান, আলোকফাঁদ হলো কোনো কিছু আটকানোর একটা যন্ত্র। এই যন্ত্রে নানা রকমের কৌশল অবলম্বন করে শিকার ধরা বা আটকানোর ব্যবস্থা করা হয়। বেশ কিছু পোকা আছে যারা আলোতে আকৃষ্ট হয়। তাই আলোক ব্যবহার করে আলো-আকর্ষী এসব পোকা আটকানোর বা আকৃষ্ট করে মেরে ফেলার জন্য যে ফাঁদ তৈরি করা হয় তাকেই আলোক ফাঁদ বলে। কৃষকের উপকারের জন্য আমরা আলোক ফাঁদ এর ব্যবহার নিশ্চিত করেছি। এর ফলে ফসলের ক্ষতিকর পোকা শনাক্ত করার ক্ষেত্রে খুব ভালো একটি পদ্ধতি। তাই কৃষকদের আলোক ফাঁদ ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।

মিরপুরে ছাত্রীদের মাঝে বাইসাইকেল বিতরণ

নারী শিক্ষাকে এগিয়ে নিতে কুষ্টিয়ার মিরপুরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে যাতায়াতের জন্য ৩০ জন ছাত্রীর মধ্যে বাইসাইকেল বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল সোমবার সকালে মিরপুর উপজেলা পরিষদ চত্বরে বাইসাইকেল বিতরণ করা হয়।

বিতরণ অনুষ্ঠানে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে নয়া জেলা প্রশাসক মো: এহেতেশাম রেজা বলেন, দেশের উন্নয়নে পুরুষের পাশাপাশি মেয়েদের সমান অংশ নেওয়ার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্নের উন্নত বাংলাদেশ গড়ে উঠবে। নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী শিক্ষা বিস্তারে এ সাইকেল বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলেও আশা করেন তিনি।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মিন্টু বিশ্বাসের সভাপতিত্বে

বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামারুল আরিফেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এ্যাড. আবদুল হালিম, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) হারুন অর রশীদ, পৌর মেয়র হাজী এনামুল হক, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আবুল কাশেম জোয়ার্দার, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মর্জিনা খাতুন, মিরপুর থানার ওসি তদন্ত শফিকুল ইসলামসহ অন্যান্যরা।

উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামারুল আরিফেন বলেন, বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর। তাই নারী-পুরুষের সমতা আনতেই আমি এই উদ্যোগটি হাতে নিয়েছি। ছেলেরা সাইকেল চালাবে সেই সঙ্গে মেয়েরাও সাইকেল চালাবে। স্কুল থেকে যাদের বাড়ী দূরে সেসব ছাত্রীরা আর বাবার টাকায় ভ্যান অটোতে না এসে সাইকেল চালিয়ে স্কুলে আসবে। মেয়েরা সাইকেল চালিয়ে লেখাপড়া শিখে নিজের পায়ে দাঁড়াবে। বাল্যবিবাহকে না বলবে।

মিরপুর উপকারভোগীদের মাঝে সরকারী সুযোগ সুবিধা প্রদান

কুষ্টিয়ার মিরপুরে দূরারোগ্য ক্যান্সার ও কিডনী রোগে আক্রান্ত অসহায় রোগিদের মাঝে আর্থিক সহায়তার চেক, প্রশিক্ষিত যুব মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন, নারী শিক্ষাকে এগিয়ে নেয়ার জন্য ছাত্রীদের মাঝে বাইসাইকেল, উপজেলা পর্যায়ে এস এসসি ও দাখিল মাদরাসায় সর্বোচ্চ জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতিত্ব শিক্ষার্থীদের স্মারক প্রদান, উপজেলা ক্রীড়া সংস্থায় ক্রীড়া সামগ্রী, বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট এ (মাধ্যমিক) ও (প্রাথমিক) বিজয়ী ও প্রাথমিকে বিজয়ীদের মাঝে সম্মাননা, খেলাধুলার মান বৃদ্ধি করতে হ্যান্ডবল, ফুটবল,ও ক্রিকেট সামগ্রীসহ কৃষকদের মাঝে বিনামুলে সার-বীজ ও গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে।

সোমবার দুপুরে মিরপুর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে এসব বিতরণ করেন কুষ্টিয়ার নবাগত জেলা প্রশাসক মোঃ এহেতেশাম রেজা।

এসময় তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই যে অস্বচ্ছলদের

চিকিৎসার সাহাযার্থে প্রতিজনের মাঝে ৫০ হাজার টাকার চেক বিতরনের সু-ব্যবস্থা করেছেন তার নজির বিশ্বের কোনো দেশেই নেই। প্রতিটি নাগরিকের প্রতিটি শ্রেণি পেশার মানুষের কল্যাণে তিনি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

তিনি আরও বলেন, জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নে, বাংলাদেশকে একটি কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বে সুমহান মর্যাদায় আসীন করতে নিরলসভাবে কাজ করছে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মিন্টু বিশ্বাসের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামারুল আরিফেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এ্যাড. আবদুল হালিম, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) হারুন অর রশীদ, পৌর মেয়র হাজী এনামুল হক, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আবুল কাশেম জোয়ার্দার, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মর্জিনা খাতুন, মিরপুর থানার ওসি তদন্ত শফিকুল ইসলামসহ অন্যান্যরা।

অনুষ্ঠানে ১৮৬ জন প্রশিক্ষিত যুব মহিলাদের মাঝে সেলাই মেশিন, ৮২ জন ক্যান্সার ও কিডনী রোগে আক্রান্ত অসহায় রোগিদের মাঝে ৪১ লাখ টাকার চেক, নারী শিক্ষাকে এগিয়ে নেয়ার জন্য ছাত্রীদের মাঝে ৩০ টি বাইসাইকেল, উপজেলা পর্যায়ে এস এসসি ও দাখিল মাদরাসায় সর্বোচ্চ জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কৃতিত্ব শিক্ষার্থীদের স্মারক প্রদান, উপজেলা ক্রীড়া সংস্থাসহ মিরপুর উপজেলার ৫৪ টি ক্লাবসমূহে ক্রীড়া সামগ্রী, বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট এ (মাধ্যমিক) ও (প্রাথমিক) বিজয়ী ও প্রাথমিকে বিজয়ীদের মাঝে সম্মাননা প্রদানসহ এছাড়াও সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলার মান বৃদ্ধি করতে হ্যান্ডবল, ফুটবল,ও ক্রিকেট সামগ্রীসহ কৃষকদের মাঝে বিনামুলে সার-বীজ ও গাছের চারা বিতরণ করা হয়।

মিরপুরে নবাগত জেলা প্রশাসকের সঙ্গে পরিচিতি ও মতবিনিময় সভা

কুষ্টিয়া জেলার নবাগত জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মো: এহেতেশাম রেজা এর সাথে পরিচিতি ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সকাল ১১টায় উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে, মিরপুর উপজেলার জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ, বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ, সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক ও সুধীজনদের সাথে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মতবিনিময় সভায় নবাগত জেলা প্রশাসক মো: এহেতেশাম রেজা জেলা সহ সকল উপজেলার বিভিন্ন সমস্যা সম্ভাবনা ও উন্নয়নের বিষয়ে এক হয়ে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে তিনি বলেন, সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করবো এই কুষ্টিয়া জেলাকে এগিয়ে নিতে।

তিনি বলেন, জেলা প্রশাসকের কাজের নানান ক্ষেত্র রয়েছে। সরকারের উন্নয়ন ও সেবার কাজগুলো সমন্বয় সাধন করা এবং এগুলো আবার সরকারের উচ্চমহলে অবহিত করা। রাজস্ব আদায়েও আমরা কাজ করে থাকি। রাজস্ব আয় থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়েই সরকার উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও সেবা প্রদানের ব্যয় নির্বাহ করে থাকে। তাই অভ্যন্তরীণ রাজস্ব ব্যবস্থা সুসংহত করার মাধ্যমে অর্থনীতির চাকা সচল রাখার পাশাপাশি সরকারি ব্যয় নির্বাহ ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনতে কাজ করতে হয়।

জেলা প্রশাসক আরও বলেন, বাংলাদেশ মাদকের উৎপাদনকারী দেশ না হলেও মাদকের ব্যবহার বেশি হয়ে থাকে। মাদকের জন্য খুবই ঝুকিপূর্ণ আমাদের দেশ। মাদক নিয়ন্ত্রণে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কিংবা প্রশাসনের একার পক্ষে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। এজন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের ভূমিকা রয়েছে। পাশাপাশি অবিভাবকের গুরুত্বও রয়েছে অনেক। সন্তানদের খোঁজ খবর রাখতে হবে।
ডিসি অফিস ফেসবুক ব্যবহার করে নাগরিক সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

জেলা প্রশাসক সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, রাষ্ঠ্র এবং জনগণ সরকারের সাথে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করছে সাংবাদিকরা। স্মার্ট ফোন হাতে নিয়ে এখন অসত্য তথ্য গুজব আকারে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এই গুজবের কারণ দাঙ্গা ও সৃষ্টি হতে পারে। তাই সাংবাদিকদের সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য সরবরাহের জন্য অনুরোধ জানান তিনি।

মতবিনিময় সভায় মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কামারুল আরেফীন বলেন, একটা সময় কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলা ছিল সন্ত্রাসকবলিত। চাঁদাবাজ, খুন, রাহাজানি, অপহরণ ছিলো। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই উপজেলার মানুষ আরামে শান্তিতে ঘুমাতে পারছে। এখন আমরা অনেক শান্তিতে বসবাস করতে পারছি। মানবতার বার্তা পৌঁছে দিয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে মিরপুর।

তিনি আরও বলেন, মিরপুর উপজেলাকে ঢেলে সাজানোর জন্য উপজেলা পরিষদের সমন্বয়ে উপজেলা প্রশাসন, সকল ইউপি চেয়ারম্যান ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে গড়ে তোলা টিম মিরপুর নামের নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা জীবনকে বাজী রেখে করোনাকালীন সময়ে টিম মিরপুর কাজ করেছে। আমরা ভালো আছি, ভালো থাকতে চাই এজন্য যা যা করনীয় আপনি (জেলা প্রশাসক) তাই করবেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মিন্টু বিশ্বাসের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. কামারুল আরেফীন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এ্যাড. আবদুল হালিম, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) হারুন অর রশীদ, পৌর মেয়র হাজী এনামুল হক, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আবুল কাশেম জোয়ার্দার, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মর্জিনা খাতুন, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা আফতাব উদ্দিন খান, মিরপুর থানার ওসি (তদন্ত) শফিকুল ইসলাম, প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক রাশেদুজ্জামান রিমন, মীর আবদুল করিম কলেজের অধ্যক্ষ আহসানুল হক খান চৌধুরী চন্দন, মালিহাদ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আকরাম হোসেনসহ অন্যান্যরা।

মিরপুরে ‘জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ’ উপলক্ষ্যে র্যালি ও আলোচনা সভা

কুষ্টিয়ায় ‘জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ -২০২৩’ উপলক্ষ্যে মৎস্য বিভাগের উদ্যোগে র্যালি, আলোচনা সভা এবং মৎস্য চাষীদের মধ্য পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তন র্যালি শেষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মিন্টু বিশ্বাসের সভাপতিত্বে ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ শরীফের পরিচালনায় আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আবুল কাশেম জোয়ার্দ্দার, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মর্জিনা খাতুন, দিশা সংষ্থার সহকারী পরিচালক এনামুল হক সালাম, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা জামশেদ আলী, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা নরুল ইসলাম নান্নু, পোড়াদহ মৎস্য বীজ খামারের ব্যবস্থাপক জগদ্বীশ চন্দ্র পাল প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, মাছ আমাদের দেশে প্রাণিজ আমিষের প্রধান উৎস। হাজার বছর ধরে আবহমান বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশে আছে মাছ শব্দটি। তাই প্রবাদেও আছে- ‘মাছে ভাতে বাঙালি’। এটি শুধু প্রবাদ নয়, বাঙালির জাতীয় চেতনাও বটে। এ চেতনাকে ধারণ করেই মাছচাষি, মৎস্য বিজ্ঞানী ও গবেষক এবং সম্প্রসারণবিদসহ সংশ্লিষ্ট সবার নিরলস প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ আজ মৎস্য সম্পদে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে।

আলোচনা সভা শেষে শ্রেষ্ঠ মৎস্য চাষীদের পুরস্কৃত করা হয়।

মিরপুরে “ইয়াসিন-মাহমুদা স্মৃতি পরিষদ “এর বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত

“ইয়াসিন-মাহমুদা স্মৃতি পরিষদ “এর বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিকেলে মিরপুর উপজেলার বহলবাড়ীয়া ইউনিয়নের সাহেবনগর সাতমাইল এলাকায় সংগঠনের নিজ কার্যালয়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন “ইয়াসিন-মাহমুদা স্মৃতি পরিষদ” এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা: ইফতেখার মাহমুদ।

“ইয়াসিন-মাহমুদা স্মৃতি পরিষদ” এর সাধারণ সম্পাদক মওদুদ রাজীবের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন, ধুবইল ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব মোঃ খেদ আলী, উপজেলা যুবলীগ নেতা পলাশ, ইয়াসিন-মাহমুদা স্মৃতি যুব পরিষদ মিরপুর উপজেলা শাখার আহবায়ক বিপুল হোসেন, সাহেবনগর এলাকার মল্লিক সমাজের প্রধান রেজাউল করিম, রাজা সরদার, মিরপুর মহিলা কলেজের সহকারী অধ্যাপক রেজাউর রহমান, কম্পন প্রতিবন্ধী সংস্থার সভাপতি সোহেল রানা, সরদার সমাজের প্রধান শাহাবুদ্দিন সাবা, সাব্বির জামান সাবেক মেম্বার জহুরুল ইসলাম শুকুর, সমাজসেবক আসাদুজ্জামান মামুন, রবিউল ইসলাম মাষ্টার, সমাজসেবক তাজউদ্দিন আহমেদ,“ইয়াসিন-মাহমুদা স্মৃতি পরিষদ” এ বর্ধিত সভার আয়োজন করে।

কুষ্টিয়ার মিরপুরে ট্রেনের ধাক্কায় প্রাণ গেল বৃদ্ধার

কুষ্টিয়ার মিরপুরে ট্রেনের ধাক্কায় আলতা খাতুন (৬৫) নামের এক বৃদ্ধা নিহত হয়েছেন। রোববার সকালে মিরপুর উপজেলার মাধবপুর

গ্রামে খুলনাগামী সাগরদাঁড়ি এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই আলতা খাতুনের মৃত্যু হয়।

নিহত আলতা খাতুন উপজেলার ফুলবাড়িয়া ইউনিয়নের মাধবপুর গ্রামের মৃত তাজউদ্দিনের স্ত্রী।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে পোড়াদহ জিআরপি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এমদাদ আলী বলেন, ভূমিহীন ওই নারী রেলের পাশের এলাকার খাস জমিতে বসবাস করতেন। রোববার সকালে তিনি রেললাইনের পাশে ছাগলকে খাওয়াচ্ছিলেন। এ সময় ট্রেন এলে ছাগলটি রেললাইনের ওপর দিয়ে দৌড় দেয়। ছাগল বাঁচাতে আলতা খাতুন রেললাইনের ওপর উঠে পড়লে ট্রেনের সঙ্গে ধাক্কা খান। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।

ওসি আরও বলেন, কারও অভিযোগ না থাকায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

মিরপুরে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের পানির বোতল ও কলম উপহার দিলো ছাত্রলীগ

কুষ্টিয়ার মিরপুরের আমলা-সদরপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এসএসসি পরীক্ষার্থীদেরকে কলম-স্কেলসহ বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করেছে ছাত্রলীগ। পরীক্ষার্থীদের তৃষ্ণা নিবারণে দেওয়া হয়েছে বিশুদ্ধ পানিও।

রবিবার এসএসসি পরীক্ষা শুরুর প্রথম দিনে সকাল সাড়ে ৯টা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত মিরপুরের আমলা-সদরপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে যাওয়া শিক্ষার্থীদের এসব উপহার দেওয়া হয়।

এই আয়োজনের উদ্যোক্তা মিরপুর উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আসলাম আরেফীন। তার সঙ্গে ছিলেন মিরপুর উপজেলা ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা।

আসলাম আরেফীন জানান, শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্রনেতাদের সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও নেতা-কর্মীদের আচরণে কিছু পরিবর্তন আনার জন্য তারা এ উদ্যোগ নেওয়া হয়। পরীক্ষার্থীদের মাঝে তারা বিতরণ করেছেন ৫’শ কলম, ৩’শ বিশুদ্ধ খাবার পানির বোতল ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ।

স্থানীয় ছাত্রলীগের এমন উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে পরীক্ষার্থীরা।

এসএসসি পরীক্ষার্থী আমিন ও গোলাম মোস্তফার মতে, ছাত্রনেতাদের উদ্যোগ থাকতে হবে এমন পরিচ্ছন্ন ও স্পষ্ট। যা থেকে তরুণরা রাজনীতিতে উৎসাহিত হবে।

আমলা-সদরপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জানান, পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে অবস্থান করে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা এসব কর্মসূচি পালন করেছে। এতে পরীক্ষায় কোনো বিঘ্ন ঘটেনি।

কুষ্টিয়ার মিরপুরে দশ হাজার মানুষের মাঝে শাড়ী লুঙ্গি বিতরণ

কুষ্টিয়ার মিরপুরে ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে দশ হাজার নারী পুরুষকে ঈদের পোশাক তুলে দিয়েছেন মিরপুর উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কামারুল আরেফিন।

অসহায় মানুষের সাথে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করে নিতে প্রতি বছরের মত এবারো তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে অসহায় নারী-পুরুষের মাঝে এ ঈদ বস্ত্র বিতরণ করেন।

গতকাল বুধবার সকালে মিরপুর উপজেলার আমলা পানি উন্নয়ন বোর্ডের আমবাগানে এ উপহার সামগ্রী বিতরণের উদ্বোধন করেন মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামারুল আরেফিন ও তাঁর মা আলহাজ্ব খোদেজা

বেগম।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মিরপুর উপজেলা চেয়ারম্যান কামারুল আরেফিনের সহধর্মীনি শামসুন্নাহার সেফালি আরেফিন, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আবুল কাশেম জোযার্দার, কুষ্টিয়া প্রেসক্লাবের সভাপতি আল মামুন সাগর, সাধারণ সম্পাদক আনিসুজ্জামান ডাবলু, উপজেলা আওয়ামী লীগের সদস্য সামসুল আরেফিন অমূল্যসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামারুল আরেফিন বলেন, ঈদের খুশি ভাগাভাগি করে নেওয়াটাই সবচেয় বড় আনন্দের বিষয়। আমি চাই সব সময় অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়াতে এবং তাদের সাথে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করে নিতে। অসহায় মানুষগুলো শাড়ি, লুঙ্গী এবং পাঞ্জাবী পাওয়ার পরে তাদের খুশিটা আমার কাছে সবচেয়ে দামী।

তিনি বলেন, যখন আমি সদরপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলাম সেসময় আমার মা জননী আমাকে বলেছিলেন মানুষের জন্য কিছু করতে, মানুষকে সেবা করতে। সেই থেকে শুরু করেছি মানবসেবা, মানুষের কল্যাণে আমি কাজ করি। ৯ বছর ধরে আমি মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান। শুরু থেকেই প্রতি রমজানে গোটা উপজেলার দশ হাজার মানুষের মাঝে শাড়ী লুঙ্গি উপহার হিসেবে তুলে দেই। এছাড়াও পার্শ্ববর্তী উপজেলার মানুষও ছুটে আসে এখানে।

বিতরণকৃত বস্ত্র সামগ্রীর মধ্যে ছিল ৮হাজার ৪শ পিস শাড়ি, ১ হাজার পিস লুঙ্গি এবং ৬ শ ৫০ পিস পাঞ্জাবী।

মিরপুরে দরিদ্র-মেধাবী শিক্ষার্থীদের পড়াশুনার দায়িত্ব নিল ইয়াসিন-মাহমুদা

স্মৃতি পরিষদ

অর্থের অভাবে সামিয়া-সাদিয়ার (দুই জমজবোন) নিজেরা প্রাইভেট পড়তে না পারলেও তারা তাদের লেখাপড়ার খরচ জুগিয়েছেন নিজেরা টিউশনি করে।

নানা প্রতিকুলতার মধ্যে বেড়ে ওঠা এই দুইবোন গেলো বছর এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে গোল্ডেন এ প্লাস পেয়েছে।

সামিয়া খাতুন ও সাদিয়া খাতুন নামের জমজ দুইবোনের বাবা আশরাফুল ইসলাম কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার ধুবইল গ্রামের হাজীপাড়ার এলাকার বাসিন্দা। সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম বাবা দীর্ঘদিন ধরে মানসিক রোগী। বাবার স্থানে যেন তার মা আসমা খাতুন শত কষ্ট করেও তাদের সন্তানদের লেখাপড়া চালিয়ে আসছিলো। এবং লেখাপড়া থেকে একচুল পিছু হটতে দেননি তিনি। কিন্তু টাকার অভাবে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিলো তাদের শিক্ষাজীবন। কষ্টের কথা বলতে গিয়ে টলমল করে উঠছিল তাদের চোখ। সামিয়া খাতুন ও সাদিয়ার মতো স্কুল,কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের আর আট জন শিক্ষার্থীর পড়ালেখা জীভন শেষ করতে শিক্ষা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

কারও বাবা ভ্যানচালক, কারো বাবা রাজমিস্ত্রী বা দিনমজুর। আবার কারও বাবা মারা গেছে। সংসারে নিত্য অভাব লেগেই আছে। যেখানে তিনবেলা খাবার জোটেনা, সেখানে পড়াশুনার চিন্তা করাটাও ছিল দূরহ ব্যাপার। তারপরও থেমে থাকেনি তারা। বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যেও পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছে। এমন আট শিক্ষার্থীর পড়াশুনার দায়িত্ব নিয়েছে “ইয়াসিন -মাহমুদা স্মৃতি পরিষদ”।

বুধবার সকালে মিরপুর মহিলা কলেজ অডিটোরিয়ামে এক অনুষ্ঠানে এসব শিক্ষার্থীদের হাতে আর্থিক সহায়তার চেক তুলে দেন অতিথিবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) হারুন অর রশীদ।
তিনি বলেন, এসব মেধাবি ছাত্র-ছাত্রীর হয়তো পরিবারে অস্বচ্ছলতা আছে কিন্তু তারা যে মেধাবী তাতে কোন সন্দেহ নেই।’ আজকের এই মহতি অনুষ্ঠানের আয়োজনের মধ্য দিয়ে ‘ইয়াসিন-মাহমুদা স্মৃতি পরিষদ’ দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের খুঁজেখুঁজে বের করে তাদের পড়াশোনার দায়িত্ব নিচ্ছেন এভাবেই যদিও আরও কেউ এগিয়ে আসে তাহলে হয়েতোবা আর দরিদ্রদের খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তিনি আরও বলেন, আজকের তারুণ্যই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। দরিদ্রতাকে জয় করে এসব তরুণদের হাতেই গড়ে উঠুক আগামীর সুখী-সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ।

ইয়াসিন-মাহমুদা স্মৃতি পরিষদ প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ডা: ইফতেখার মাহমুদের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মওদুদ আহমেদ রাজিবের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মিরপুর মহিলা কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মর্তুজা হোসেন, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আনোয়ারুল মজিদ, মিরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কাজী মো: রোকনুজ্জামান প্রমুখ।
ইয়াসিন-মাহমুদা স্মৃতি পরিষদ প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ডা: ইফতেখার মাহমুদ বলেন, একজন শিক্ষার্থীর মধ্যে যদি আত্মবিশ্বাস শক্তি, ভবিষ্যৎ স্বপ্ন থাকে তাহলে তার জীবনের গতি-চেতনা তাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। একজন শিক্ষার্থীর যদি আত্মবিশ্বাস না থাকে, স্বপ্ন না থাকে তাহলে একসময় জীবনের গতি-চেতনা থেমে যাবে। আমরা অর্থ সহায়তা দিয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে আত্মবিশ্বাস এবং মনোবল ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছি। ‘টাকার অভাবে কোন মেধাবি শিক্ষার্থীর যেন লেখাপড়া বন্ধ না হয় সেটার জন্য কাজ করবে ইয়াসিন-মাহমুদা স্মৃতি পরিষদ।

কুষ্টিয়া জেলার প্রথিতযশা চিকিৎসক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালিত ইয়াসিন-মাহমুদা স্মৃতি পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ডা: ইফতেখার মাহমুদ এসব মেধাবী দরিদ্র শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় সাহায্য করে থাকে। এখন পর্যন্ত এই সংস্থাটি অন্তত শতাধিক শিক্ষার্থীকে পড়াশোনার জন্য সহায়তা দিয়েছে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা। মঙ্গলবার নতুন করে আরও ৮ জন শিক্ষার্থীর পড়াশুনার খরচ দেওয়া হয়। মাধ্যমিকের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রদিমাসে এক হাজারা টাকা, উচ্চ মাধ্যমিকের জন্য প্রতিমাসে দেড় হাজার টাকা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতিমাসের দুই হাজার টাকা প্রদান করা হবে। আাজকের এই অনুষ্ঠানে দুই মাসের জন্য শিক্ষা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।